DL/61 Postal Registered No. SSRM/KOL. RMS/WB/RNP-042/2007-09
For circulation to Subscribers only Price : Rs. 2

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

ষোড়শ বর্ষ ঃ একাদশ সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ২০১১ মাঘ-ফাল্গুন ১৪১৭

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন — ১
বিভিন্ন ব্রাহ্ম সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
Ranchi Brahmo Samaj — ২
সবুজ সমুদ্রের পাড়ের বালেশ্বর
১৪১তম আবাঢ়োৎসব — ৩
বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের রূপরেখা — ৪
স্মরণিকা — ৫
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ — ৫
শোক সংবাদ — ৬
পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান — ৭
কৃতজ্ঞতা স্বীকার — ৮

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033)6450-0915

এ মাসের নিবেদন

উৎসব আমাদের মনে আশার আলো জ্বালিয়ে দেয়। উৎসব দেবতার অনন্ত করুণার এই স্পর্শ আমরা অনুভব করি যখন সত্যই আমরা বুঝি নতুন জীবন লাভ করেছি। তাঁর আশা, এই নবীনতা নবীনতর হোক প্রতিদিনে। এই সাধনায় ব্রতী হওয়ার জন্য শুধুই সচেষ্ট হতে হবে যেন প্রতি মুহূর্তে নতুন প্রাণে তাঁর মঙ্গল যজ্ঞে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি। এই মুহূর্তে ততটা হল না তাহলে পরমুহূর্তে তীব্রতর চেষ্টা করতে হবে, তার পরেই আরও চেষ্টা, এর কোন শেষ নেই। সব সময় মনে করব আমি নই, সর্বশক্তিমান আমার মধ্যে দিয়ে যেন তাঁর শক্তিকে প্রকাশ করতে চাইছেন। যদি মুহূর্তের দুর্বলতা বা কোন বাধা আসে তবে তা শুধুমাত্র আমার জন্যই এল, এর থেকে মুক্ত হতেই হবে। আবার মরিয়া হতেই হবে। মাঝিরা একসঙ্গে দাঁড় বাইছে, আকাশ অন্ধকার, বজ্র-বিদ্যুতে কালো আকাশ ভয় দেখাচ্ছে মেঘের গর্জনে তবু নির্ভীক মাঝিরা বদ্ধপরিকর যে যাত্রী নিয়ে নির্বিঘ্নে পার হবই। যতই মেঘের গর্জন, যতই বৃষ্টির উল্লাস, ততই মাঝিরা দৃঢ়তায় ও সাহসে ভরপুর হয়ে উঠছে। যেন কার অভয় বাণী তারা সবাই শুনছে। শেষে প্রকৃতি শান্ত হল, সবার আনন্দ, নৌকার গতিবেগ গেল বেড়ে। নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা শুধু বুঝল যে যিনি সর্বশক্তিমান তিনি অভয় বাণী শোনালেন যে দৃঢ়তায় বদ্ধপরিকর হলে তিনিই পার করে দেন। আমরা সবাই জীবন তরী বেয়ে চলেছি সংসার নদীতে। উৎসবে আশায় বুক বেঁধেছি, কোন ভয় নেই। তাঁর মহান শক্তিতে সকল বাধা অতিক্রম করবই, পার হবই, শুধু প্রয়োজন নতুন আশায় আন্তরিকভাবে চেষ্টা করব, তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য। এই ইচ্ছার পূর্ণতায় তাঁর কাছে বিপুল আনন্দ পাব, আর সেই সঙ্গেই দেখব সর্বশক্তিমান যেন অন্তরে জাগ্রত হয়ে আছেন। তখন আমাদের পায় কে, আশা থাকবে নতুন জীবন গড়ার লক্ষ্য, মনের কানে শুনব তাঁর অভয় বাণী। অঙ্গীকার করছেন যে নিত্যকালের সঙ্গী হয়ে থাকবেন। এই আশ্বাসের আনন্দে তাঁর মঙ্গলের পথে অগ্রসর হব পূর্ণ উৎসাহ ও প্রেরণায়। প্রার্থনায়

কেবলই বলব — উৎসবের শেষে তোমার শক্তিতে আমাদের আসুক সেই নব জাগরণ, উৎসব আসুক তোমার শক্তির জয় ঘোষনা করে। সব দুর্বলতা, দ্বিধা সংকোচ, কলুষতার চির বিদায় হোক। হানব আঘাত আপন স্বার্থ সিদ্ধির সামান্যতমও প্রচেষ্টায়। বিপুল উৎসাহে ও উদ্দীপনায় মন ভরপুর হোক। তোমার নামগানে মুখর হব সবাই, ভক্তি, প্রেমে তুমি আমাদের মাতোয়ারা কর, সেই নেশায় যেন তোমা-মুখী হয়ে কেবলই বুঝবার চেষ্টা করব যে তুমি কি চাও। তুমি খুশী হয়ে তোমার ইচ্ছা জানাবে। উৎসবে সবাই মিলে আমরা গেয়েছিলাম — 'পাদ প্রান্তে রাখ সেবকে, শান্তি সদন সাধন ধন দেব দেব হে।' তোমার চরণে স্থান দিয়েছো বিশ্ববাসীর সবার সঙ্গে আমাদের। প্রেমের ফুল ফুটিয়েছ সবার অন্তরে, এ ফুল যেন শুকিয়ে ঝরে না যায় বরং আকুল করুক সবাইকে এর সৌরভে। জাতি, ধর্ম, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে একসঙ্গে তোমার ইচ্ছা পালন করব — তা'হল স্বার্থশূন্য প্রেমে এবার দীক্ষিত হব তোমার কাছে। তোমার প্রেমের জোয়ারে আমাদের ভাসাও। কেবলই বুঝব তুমি রইলে সবার অন্তরে উৎসবের নতুন আনন্দ নিয়ে। সেই আনন্দ হল তোমার প্রেম, মঙ্গল ও আনন্দের ইচ্ছা পূর্ণ করার আনন্দ। তোমায় ভালবেসে তোমার সঙ্গে একাকার হয়ে যাব, এই হোক আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তোমার সন্তান, বিশ্বকবির গানে তোমায় বলি —

কি আবেগে কিসের কথায়
ফিরেছিহে যথায় তথায় পথে প্রান্তরে,
এবার বুকের কাছে ও মুখ রেখে,
তোমার আপন বাণী কহো ॥
তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ লহো।

— শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি

বিভিন্ন ব্রাহ্ম সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

RANCHI BRAHMO SAMAJ

(continued from last issue)

In the 1860s , two Brahmos, Aswini Kumar Gupta and a relative, lived in a rented house in Jail Road in Ranchi (close to the present Samaj premises). Aswini-babu was a Government Executive Engineer and his relative conducted a free-school for the Bengali children in the neighbourhood. The two held regular vespers at their residence, which were also frequented by a few non-Brahmos.

Impressed with the enthusiasm of these two Brahmos, a plot of land was donated to them by the brothers Ramdayal and Gunodayal Sahu (who were not Brahmos). Later, in 1868, a permanent prayer-hall was constructed on the plot by Aswini-babu and Tripuracharan Roy (another Brahmo), and thus, the Ranchi Brahmo Samaj was born with Aswini Kumar Gupta as its first Secretary.

A few liberal non-Brahmos such as Uddhav Roy, Raicharan Ghosh, Kalidas Ghosh, Khetramohon Ghosh, Kanailal Sahu and Sukhram Sahu rendered financial help for the initial running of the Ranchi Samaj. Later, Shri Tripuracharan Roy expanded the Samaj premises by purchasing some more adjoining land (between1883 and 1886).

The Ranchi Brahmo Samaj always espoused social service as part of its God-view. Free rice would be distributed to the poor on Sunday afternoons. Blankets and saris would be distributed in winter. The free-school was shifted to the samaj premises, and was later made exclusively for girls — since women's education was felt the need of the hour.

Some of the renowned Brahmos in Ranchi in the early days included Ramcharan Pal, Neellohit Sarkar, Bangachandra Roy, Nandalal Basu, Amritalal Gupta, Priyanath Shastri, Bhagaban Chandra Mukhopadhyaya, Umapada Roy, Hemangini Kulovi (the first lady-doctor in Ranchi) and so on — many of whom held government jobs. Jyotirindranath Tagore and Satyendranath Tagore (brothers of Rabindranath) lived in Ranchi for many years and were members of the Samaj.

Some of the more prominent Acharyas of the Samaj included Rajkumar Das (headmaster and father of erstwhile Chief Justice Sudhir Ranjan Das), Joykali Dutta, Sushama Chakraborty, Amiyabala, Satish Chandra Roy, Satish Chandra Bandyopadhyay, Jnanranjan Sen, Sumoti Devi, Prabhu Dayal. and so on.

The Trust Deed of the Ranchi Brahmo Samaj was executed in 1925 and Shri Lakshminarayan Pattanaik (grand-father of the present chief-minister of Orissa) was one of the founding Trustees.

For many years, Shri Debashis Basu was Secretary of the Ranchi Samaj and conducted its affairs with elan.

Over the years, the Brahmo community in Ranchi has steadily declined. A few veteran Ranchi Brahmos whose passing away was mourned over the last decade include Smt. Madhabi Chakraborty, Smt. Bharati Das and Shri Purnendu Chakraborty. However, the Ranchi Brahmo Samaj stands at the heart of Ranchi on the Jail Road in Tharpakhna. The President of the Sadharan Brahmo Samaj is an ex-officio Trustee. Maghotsav and Bhadrotsav are observed in the Samaj annually, when many local Brahmo sympathisers join in and also participate in the hymns at prayer services. The annual Utsav of the Samaj is normally held in February.

— Sri Amarendra Kar

সবুজ সমুদ্রের পারের বালেশ্বর ঃ ১৪১তম আষাঢ়োৎসব

মহিলা উৎসব চলছে। আচার্য্যের আসনে শ্রীমতী শিপ্রা দাস। তদগত চিত্তে উপাসনা করছিলেন। আমরা ভিতরে বসলাম। উপাসনা ঘরটি দেখে মন ভরে গেলো। 40/45x20 ফুট। সোনালী হলুদ দেওয়াল তাতে দেড় মানুষ উচ্চতায় একটা গাঢ় কমলা রঙের পট্টি। ঝাড়বাতির আলোয় ঘরটা ঝলমল করছিল। যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিলাম তার ঠিক সামনের দরজা খোলা— অতি প্রশস্ত দরজা। সেটি বিরাট বিরাট গাঁদাফুলের মালা দিয়ে সজ্জিত। চারদিকে রঙের বাহার। আচার্য্যের বেদী ঢাকা হয়েছে নানা রঙের নক্‌শা করা সুদৃশ্য ঢাকা দিয়ে। সামনে দুটি বিরাট বিরাট তামার সুন্দর ফুলদানিতে আমাদের নিয়ে যাওয়া রজনীগন্ধার গুচ্ছ। ছোট ছোট ফুলদানিতে বাগানের ফুরুষ ফুলের সঙ্গে গলাগলি করে রয়েছে উজ্জ্বল নকল ফুল। কোথাও ছন্দপতন হয়নি। দুপাশে বেতের মাদুরে হারমোনিয়ম, খোল, তবলা, মন্দিরা নিয়ে বাদকরা, তাদের মুখোমুখি গায়িকারা। নানা ঝলমলে পোষাকে মহিলা, তরুণীরা, বাচ্চারা। দেওয়াল ঘেষে চেয়ারে বসেছেন কজন পুরুষ। উপাসনা শেষে পাদপ্রান্তে গাওয়া হল। শিপ্রা দাস বারিপদার সেন্ট্রাল স্কুলের শিক্ষিকা। তিনি প্রেসিডেন্ট আবুল কালামের হাত থেকে 'Best teacher award' নিয়েছেন। এত ভালো লাগল। পিছনে লম্বা টানা বারান্দায় সরু সরু মাদুর বেছানো হল। ফটাফট কচি শালপাতার থালা পড়ে গেলো। ওঁদের অনুরোধে আমরাও বসলাম। ভাত, ডাল, বাধাকপির ঘন্ট, ছোলে আমের চাটনি দিয়ে অতি স্বাদিষ্ট মধ্যাহ্নভোজ সারা হল। তারপর একটু জিরিয়ে দু'গাড়ি বোঝাই হয়ে গেলাম শ্রী নন্দীর সঙ্গে চাঁদিপুরে।

পান্থনিবাসের চত্বরে গাড়ি রেখে গেলাম সমুদ্রবেলায় অনেক দূরে জল। আমি, টিকলু বসলাম সিঁড়ির ধাপে। অন্যরা গেল জলে পা ভেজাতে। তিতিন দারুন খুশী। সবাই দেখলাম তীরে জমিয়ে বসল। তিতিন জলে পা ভিজিয়ে নেচে গড়িয়ে পড়ল। ওর জামা দেখলাম খুলে মায়ের হাতে চলে গেলো। চারদিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে বসে মনে হচ্ছিল যেখান থেকে এসেছি সে যেন অন্য এক পৃথিবী। ৪টা নাগাৎ উঠে গাড়ীতে সওয়ার হয়ে নামলাম বুড়িবালাম নদীর ধারে। স্বাধীনতা লাভের

বিপ্লবে উড়িষ্যার অবদান অনেক। ওখান থেকে হোটেলে ফিরে চা খেলাম। তারপর স্নান সারলাম। সকলে যথাসাধ্য সাজল। উজ্জ্বল ও কস্তুরীর ও প্রসূনের সাজ সবচেয়ে জমকালো। সংসারের প্রতিদিনের চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেয়ে সকলে দারুণ স্ফূর্তিতে। তবে অবচেতনে চিন্তায় মাঝে মাঝে কোলকাতার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করছে সকলে। আবার মন্দির।

রঙিন সামিয়ানার ওপর রঙিন আলোর মালা। সবাই ঢুকলাম। এবার ঘরের সাজ বদল হয়েছে। ঢুকে ডানদিকে বড় চৌকি লেগেছে। জনা পনেরো মানুষ বসতে পারে। তাতে রঙিন ঢাকা। সামনে ছোট টেবিল। একপাশে অমিতাভ বসলেন। মাঝখানে দেবাশিস রায়। আস্তে আস্তে হলে মানুষ ভরে গেলো। শ্রী অমরেন্দ্র কর আমাদের স্বাগত জানালেন। তারপর অমিতাভ অতি মনোজ্ঞ সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন রামমোহন ও তাঁর সংগীত রচনা সম্বন্ধে। এরপর দেবাশিসও দু-চার কথায় গানগুলির বিষয় কিছু তথ্য জানিয়ে তার অনুষ্ঠান শুরু করল। ওর কণ্ঠে রামমোহন রচিত সংগীতগুলি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। সঙ্গে উপযুক্ত তালবাদ্য থাকলে আরও ভালো লাগত। তারপর অমিতাভ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের গানের সুন্দর মূল্যায়ণ করার পর দেবাশিস দুটি দুটি করে যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের গান গাইল। উৎকল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে অমরেন্দ্র কর অমিতাভকে, প্রসূনকে ও আমাকে তিনটি মূল্যবান পুস্তক দিলেন। বালেশ্বর ব্রাহ্ম সমাজের ইতিকথা, শ্লোক সংগ্রহ ও শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানের সংগ্রহ-জীবন সঙ্গীত। অনেকের সঙ্গে আলাপ হল। ৮৬ বছরের মহিমাময়ী পন্ডা শ্রী বিশ্বরঞ্জন পন্ডার মা। স্বপ্নারাণীকর, দীপ্তি দাস ও আরও অনেকে। দাসগুপ্ত স্টুডিওর মানুদার পুত্রবধূ গায়ত্রীর দিদির সঙ্গে পরিচয় হল। মহিমাময়ীর তেজী, সুরেলা গলার গানে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বাইরে আবার পাতা পড়ল। এবার খিচুড়ী, দুরকরম তরকারী, বেগুনী, চাটনী। খেয়ে ফিরলাম হোটেলে। যে যার আবার স্নান করে পোশাক বদলে বিছানায়। মানসী আর আমি অনেকক্ষণ গল্প করলাম। আমাদের পাশের পরের ঘরে কস্তুরীরা। তাতে সৌরভরা যোগ দিয়ে রাত ১টা অবধি গল্প করল। মাঝে মাঝে উচ্চকিত হাসির আওয়াজ আসছিল। আমরাও ঘুমালাম। কাল আমাদের অনুষ্ঠান। (ক্রমশঃ)

—শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত

বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন-এর রূপরেখা

তিনি শিষ্যদের বিভিন্ন দিকে "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" ধর্ম প্রচারার্থে উপদেশ দিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সারিপুত্র, মোদ্ গল্লায়ন, আনন্দ, উপালি প্রমুখ ভিক্ষুগন বিভিন্ন জাতি-গোত্র থেকে উদ্ভুত। মহিলাদের জন্য তৈরী করেন ভিক্ষুনীসংঘ। তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল রাজগৃহ বা রাজগীর, বৈশালী ও শ্রাবস্তী, যেখানে তিনি রাজানুকুল্য ও শ্রেষ্ঠীআনুকুল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। দুঃখ মুক্তির উদ্দেশ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি গভীর উদারতা ও সহানুভূতির সঙ্গে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগনের হিতার্থে তাঁর ধর্মমত প্রচার করে গিয়েছিলেন। বিকশিত হয় খ্রীঃপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে ভারতের প্রথম ধর্মবিপ্লব।

দ্বিতীয় বক্তৃতায় তিনি বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মমতের উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন বুদ্ধধর্মের ভিত্তি হল "শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা"। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের পরিবর্তে সৎকর্ম ও সৎচিন্তার মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞানলাভের উপর বুদ্ধ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বুদ্ধের মতে মানব জীবনের মূল সত্য হল দুঃখ বুদ্ধের ভাষায় চতুরার্যসত্য ঃ (১) জীবন দুঃখময়-জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু সবই দুঃখ। (২) দুঃখের উৎপত্তি হয় অবিদ্যা বা তৃষ্ণাজনিত কারণে। (৩) দুঃখের বিনাশ আছে। (৪) তৃষ্ণা বা আসক্তি ক্ষয় হল দুঃখ বিনাশের উপায়। আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে আসক্তি ক্ষয় হবে। সেই মার্গ বা পথ হল (১) সম্যক দৃষ্টি, (২) সম্যক সংকল্প, (৩) সম্যক বাক্য, (৪) সম্যক কর্ম, (৫) সম্যক জীবিকা, (৬) সম্যক ব্যায়াম, (৭) সম্যক স্মৃতি ও (৮) সম্যক সমাধি। কায়িক ও বাচনিক সংযমের মাধ্যমে জীবন যাপনকে বুদ্ধ বলেছেন শীল পালন। গৃহীদের আচরণীয় শীলকে বলা হয় পঞ্চশীল। এই সব হল মধ্যপন্থা ঃ কৃচ্ছসাধন নয়, আবার ভোগ বিলাসও নয়। কায়িক ও বাচণিক শীল

পালনের পর চিত্ত বিশুদ্ধির জন্য ধ্যান চর্চা করে প্রজ্ঞার উদ্রেক করতে হবে। প্রজ্ঞা উৎপত্তি হলে জানা যাবে জীবন অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্মা অবিদ্যা বা তৃষ্ণাক্ষয়ের মাধ্যমে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু সম্বলিত ভবচক্রের অবসান ঘটিয়ে মুক্তি বা নির্বাণ লাভের প্রয়াসী হতে হবে। পরিশেষে, নিজের চেষ্টায় নিজের মুক্তি অর্জন করতে হবে; বাহ্যিক কারো কৃপায় বা অনুগ্রহে তা সম্ভব নয়। এক কথায়, "সকল প্রকার অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকা, কুশল কর্ম সম্পাদন করা এবং নিজের চিত্তকে সংযত করা"—এই হল বৌদ্ধধর্মের সারকথা।

তৃতীয় বক্তৃতায় ডঃ বড়ুয়া বৌদ্ধ দর্শনের বিষয় আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের কথা উল্লেখ করেন। তিনটি পিটক হল ঃ (১) সূত্র পিটক, (২) বিণয় পিটক এবং (৩) অভিধর্ম পিটক। সূত্র পিটকে ধর্ম, বিনয় পিটকে ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের আচরণবিধি এবং অভিধর্ম পিটকে দর্শনের বিষয় আলোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় হল ঃ (১) প্রতীত্য-সমুৎপাদ নীতি বা কার্য্যকারণ নিয়ম। (২) কর্মবাদ, (৩) পুনর্জন্ম, (৪) অনিত্যবাদ বা ক্ষণিকবাদ, (৫) অনাত্মাবাদ বা নৈরাত্মবাদ, (৬) নিরীশ্বর বাদ এবং (৭) নির্বাণতত্ত্ব। ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে তথা হিন্দু, জৈন, চার্বাক, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মের দর্শনের প্রেক্ষাপটে ডঃ বড়ুয়া দর্শনের দুরূহ তত্ত্বগুলোর উপর আলোকপাত করেছেন।

ডঃ ব্রহ্মাণ্ডপ্রতাপ বড়ুয়া

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

১লা ফেব্রুয়ারী (১৯০০)	—	আচার্য ননীভূষণ দাসগুপ্তের ১১১তম জন্মদিবস।
২রা ফেব্রুয়ারী (১৮২২)	—	সোফিয়া ডব্‌সন্ কলেটের ১৮৯তম জন্মদিবস।
৬ই ফেব্রুয়ারী (১৮১১)	—	ডঃ কালিদাস নাগের ১২০ তম জন্মদিবস।
১৫ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৬)	—	রজনীকান্ত দাসের ৫৫তম তিরোধান দিবস।
১৭ই ফেব্রুয়ারী (১৮৯৯)	—	কবি জীবনানন্দ দাশের ১১২ তম জন্মদিবস।
১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৭৮৬)	—	পন্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ২২৫তম জন্মদিবস
১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৮৩৬)	—	শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবরে ১৭৫তম জন্মদিবস।

—ঃ ২০১১ ফেব্রুয়ারী মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা	ঃ	আচার্য	- শ্রী অরুণ কুমার রায়
		স্মরণ	- আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, আচার্য ননীভূষণ দাসগুপ্ত ও সোফিয়া ডব্‌সন কলেট
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী
রবিবার ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ সন্ধ্যা ৬-৩০টা	ঃ	আচার্য	- শ্রী সিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
		সঙ্গীত	- ব্রাহ্ম যুবজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী
রবিবার ২০ শে ফেব্রুয়ারী, ২০১১	ঃ	আচার্য	- শ্রী সঞ্জীব মুখার্জি
		স্মরণ	- পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ
		সঙ্গীত	- শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী অরিন্দ্রজিৎ সাহা

রবিবার ২০শে ফেব্রুয়ারী, ২০১১ ঃ আচার্য - শ্রী অনিরুদ্ধ রক্ষিত
সঙ্গীত - শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী অরীন্দ্রজিৎ সাহা

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি

।। শোকসংবাদ ।।—

বিগত ৫ই ডিসেম্বর ২০১০ প্রয়াত সংগ্রাম সিং তালুকদার ও প্রয়াতা কল্যাণী তালুকদারের পুত্র **শ্রী সুমন্ত্র তালুকদার** ৬৬ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৭ই ডিসেম্বর ২০১০ প্রয়াত অক্ষয় কুমার সিন্‌হা ও শ্রীমতী মীরা সিন্‌হার কন্যা, শ্রী বিজন মুখার্জীর পত্নী এবং শ্রীমতী চিত্রাঞ্জলী ঠাকুর, শ্রীমতী দীপান্বিতা মুখার্জী, শ্রীমতী অনুসূয়া মুখার্জী ও শ্রী শিলাদিত্য মুখার্জীর মাতা **শ্রীমতী অঞ্জনা মুখার্জী** ৬১ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৪ঠা জানুয়ারী ২০১১ সকাল ৫-৩০ মিনিটে প্রয়াত মহিম প্রকাশ চ্যাটার্জী ও প্রয়াতা শেফালী চ্যাটার্জীর কন্যা, প্রয়াত দেবকুমার বসুর পত্নী এবং শ্রীমতী নীলাঞ্জনা সেনগুপ্তর মাতা ও ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের অধ্যক্ষ সভার প্রাক্তন সদস্যা **শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু** ৭৬ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৪ঠা জানুয়ারী ২০১১ প্রয়াত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও প্রয়াতা সুবর্ণলতা মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী **শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র** ৮৬ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিতহন। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর মনোজ্ঞ সঙ্গীত পরিবেশন আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

The Brahmo Sammilan Samaj mourns the recent passing away of two eminent personalities – **Professor P. Lal** and **Professor N. Visvanathan.** Both were erudite scholars in their own fields and were much loved and admired not only for their scholarship but also for thier other qualities of the head and the heart. We extend our sympathy to both Sm. Shyamasree Lal and Sm. Paromita Visvanathan and to their families.

বিগত ৪ঠা জানুয়ারী ২০১১ প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ হালদার ও প্রয়াতা কালী হালদারের কন্যা, প্রয়াত শচীন্দ্রনাথ দত্তের পত্নী, প্রয়াতা রত্না চ্যাটার্জী ও শ্রীসৌমেন কুমার দত্ত ও শ্রীমতী ছন্দা ব্যানার্জীর মাতা প্রবীণা ব্রাহ্মিকা **শ্রীমতী মাধুরী দত্ত** ৯৮ বছর বয়সে হায়দ্রাবাদে পরলোক গমন করেছেন।

বিগত ৭ই জানুয়ারী ২০১১ প্রয়াত অজিত কুমার সরকার ও প্রয়াতা সুধাময়ী সরকারের পুত্র, প্রয়াতা মঞ্জু সরকারের স্বামী ও প্রয়াত অভিজিৎ সরকারের পিতা প্রবীণ ব্রাহ্ম **শ্রী দেবকুমার সরকার** ৯৫ বছর বয়সে ব্যাঙ্গালোরে পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ৮ই জানুয়ারী ২০১১ শনিবার প্রয়াত প্রতাপ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, শ্রী গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী এবং শ্রী অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী পৃথ্বীরাজ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী সুমন চট্টোপাধ্যায়ের মাতা **শ্রীমতী আরতি চট্টোপাধ্যায় মুম্বাইতে** ৭৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ৫ই ডিসেম্বর ২০১০ রবিবার সকাল ১১.০০ টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াতা মীরা চন্দের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ অমিতাভ খাস্তগীর এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী/শ্রীমতী শুচিস্মী চ্যাটার্জী, সোহিনী চক্রবর্তী, স্বাগতা দত্ত, সুছন্দা গুহঠাকুরতা, অর্ক রায় ও বিশ্বজিৎ গুপ্ত। শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করেন শ্রী রণবীর চন্দ (পুত্র) ও

শ্রী সঞ্জীব চন্দ (পুত্র)।

বিগত ৭ই জানুয়ারী ২০১১ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াতা অঞ্জনা মুখার্জীর আদ্যাশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীমতী সুনন্দা দাস এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী দেবাঙ্গনা সরকার, রঞ্জনা সরকার, নন্দিনী দাস, দীপান্বিতা মুখার্জী, অনুসূয়া মুখার্জী, সীমন্তী সিন্‌হা, সায়ন্তী সেনগুপ্ত, দেবাশীষ রায়চৌধুরী, সুরজিৎ গুহ ঠাকুরতা, সৈকত শেখরেশ্বর রায়। শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করেন কন্যা শ্রীমতী দীপান্বিতা মুখার্জী, শ্রীমতী গোপা সরকার ও শ্রীমতী মানসী বড়ুয়া।

বিগত ১৬ই জানুয়ারী ২০১১ রবিবার সকাল ১০টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াতা মৈত্রেয়ী বসুর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন ডঃ মধুশ্রী ঘোষ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী/শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত, মানসী চ্যাটার্জী, ঋতশ্রী ভট্টাচার্য্য, আশীষ ভট্টাচার্য্য ও উজ্জ্বল ব্যানার্জী। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন এবং জীবনী পাঠ করেন কন্যা শ্রীমতী নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত (ডিসেম্বর ২০১০) মাসের রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক উপাসনায় শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত (প্রথম রবিবার) এবং শ্রী অর্ঘ্য ব্রহ্মচারী (তৃতীয় রবিবার) আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী ও তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রী অনিরুদ্ধ রক্ষিত।

নবান্ন উৎসব ২০১০ ঃ

বিগত ১২ই ডিসেম্বর ২০১০ রবিবার সন্ধ্যায় নবান্ন-পুষ্প ফলে ফুলে সজ্জিত মন্দিরে ঈশ্বরের অপরিসীম দান স্বীকার স্বরূপ কৃতজ্ঞতার ডালি নিবেদন করেন আচার্য শ্রী প্রণব রায় এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী অনুরমা ভট্টাচার্য্য, উদিতা রায়, অনুলেখা ব্যানার্জী, বিজয় লক্ষ্মী দাস, মৌসুমী চ্যাটার্জী, শ্যামলী সেনগুপ্ত, লক্ষ্মী খাস্তগীর, মৃদুলা ব্যানার্জী, শর্মিলা দে, চন্দ্রা গুপ্ত, অপলা সরকার ঘোষ, অঞ্জনা গুহ, নুপুর নন্দী, ইন্দ্রানী রায়, ইভা মুখার্জি, সুহীতা ভট্টাচার্য্য, সুস্মিতা নাথ, কস্তুরী চক্রবর্ত্তী, উজ্জ্বল ব্যানার্জী, সৈকত শেখরেশ্বর রায়, অভীক ঘোষ, সন্দীপন দে, শ্রীচন্দ্রা ব্যানার্জী, সম্রাট দাসগুপ্ত, জহর ব্যানার্জি, পঙ্কজ গুহ।

মন্দিরে সজ্জিত চাল ও গুড় প্রথা অনুযায়ী আচার্যকে ও অন্যান্য শাক-সব্জী ও ঋতুর বিভিন্ন তরকারী ফসল সরলা পুণ্যাশ্রমের সেবায় প্রদত্ত হয়। কমলালেবু নৈশ বিদ্যালয়ের শিশুদের প্রদান করা হয়। উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে চা-জলপানে আপ্যায়িত করা হয়।

খ্রীষ্ট জন্মোৎসব ২০১০, বর্ষবিদায় ও নববর্ষ (২০১১) আবাহন ঃ

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর ২০১০ রবিবার সন্ধ্যায় মহাত্মা যীশু খ্রীষ্টের স্মরণ অনুষ্ঠান এবং ২০১০ বর্ষ বিদায় ও ২০১১ নববর্ষ আবাহন অনুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী কৌশিক দে।

বিগত (জানুয়ারী ২০১১) মাসের রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক উপাসনায় ডঃ শুচিতা দেব, শ্রী সঞ্জীব মুখার্জী ও ডঃ দেবাশীষ সেন আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীতপরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী, দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী ইন্দ্রানী রায়, উদিতা রায়, অনুরমা ভট্টাচার্য, সুস্মিতা নাথ, কস্তুরী চক্রবর্ত্তী, মৌসুমী চ্যাটার্জী, অনিন্দিতা দাশগুপ্ত, সুহিতা ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী খাস্তগীর, ইভা মুখার্জী, শ্যামলী সেন, বিজয়লক্ষ্মী দাস, শর্মিলা দে, অঞ্জনা গুহ, চন্দ্রা গুপ্ত, মধুশ্রী ব্যানার্জী, অনুলেখা ব্যানার্জী, পঙ্কজ গুহ, জহর ব্যানার্জী, সম্রাট গুপ্ত, সন্দীপন দত্ত, উজ্জ্বল ব্যানার্জী, অভীক ঘোষ ও তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী উদিতা রায়।

সঙ্গতসভা ঃ

বিগত ৯ই জানুয়ারী ২০১১ রবিবার অপরাহ্ন ৫টায় সমাজের সভাকক্ষে শ্রী সঞ্জীব মুখার্জির পরিচালনায় প্রবীন ও নবীন আচার্যদের সঙ্গতসভা অনুষ্ঠিত হয়।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীমতী সুনন্দা মজুমদার (প্রয়াত স্বামী ডি এন মজুমদারের জন্মদিন উপলক্ষে) — ৫০০০ টাকা (র/নং ২৪৩৫) এবং — ২০০ টাকা (র/নং ২৪৩৬); শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী (প্রয়াতা মাতা সুবোধ বালা বিশ্বাসের ২১তম মৃত্যুবার্ষিকী (২৩/১১/২০১০) উপলক্ষ্যে — ১০০০ টাকা (র/নং ২৪৩৭); শ্রী সুব্রত দাসগুপ্ত (সমাজ প্রাঙ্গনে বৈদ্যুতিন অনুষঙ্গের জন্য) — ৩০০ টাকা (র/নং ২৪৪০); শ্রীমতী সুনন্দা দাস (ডাক মাশুল বাবদ - আবেদন ক্রমে) — ১০০ টাকা (র/নং ২৪৫১); ডাঃ অরুণ কুমার মিত্র ও শ্রীমতী রত্না মিত্র — ৫০০০ টাকা (র/নং ২৪৫৮); শ্রীমতী শ্যামলী দাসগুপ্ত (আবেদনক্রমে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৪৬৭); শ্রীপ্রণব রায় — ৫০০ টাকা (র/নং ২৪৬৮); শ্রীসঞ্জয় দাস ও শ্রীসুজয় দাস (আবেদনক্রমে) — ২০০০ টাকা (র/নং ২৪৭২); শ্রীসুজয় গুপ্ত (আবেদনক্রমে) — ৫০০ টাকা (র/নং ২৪৭৩)।

মেমোরিয়াল বিল্ডিং রিপেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রী মিহির দাস — ২০০০ টাকা (র/নং ২৪৪৯); শ্রীমতী মালবিকা দাসগুপ্ত (বিল্ডিং রিপেয়ার এবং আচার্য নিবাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে) — ১০০০০০ টাকা (র/নং ২৪৫৫)।

দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ফণ্ড ঃ কমঃ সুব্রত বসু (আবেদন ক্রমে) — ২৫০০ টাকা (র/নং ২৪৩৮); শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত (প্রয়াতা মাতা আরতি ঘোষের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী (২৮/১২/২০১০) উপলক্ষ্যে — ১০০০ টাকা (র/নং ১৭০); শ্রী মিহির দাস — ৩০০০ টাকা (র/নং ২৪৪৯); ডঃ অরুণ কুমার মিত্র ও শ্রীমতী রত্না মিত্র —২৫০০ টাকা (র/নং ২৪৫৮); ডঃ রথীন চক্রবর্তী — ১০০১ টাকা (র/নং ১৭১); শ্রীমতী রুচিরা মুখোপাধ্যায় (প্রয়াত / প্রয়াতা পিতা ও মাতা অমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুমনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ৫০০ টাকা (র/নং ১৭২); শ্রীমতা বন্দনা মজুমদার (প্রয়াত পিতা অশোককুমার বোসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ২০০ টাকা (র/নং ১৭৩); শ্রীমতী চন্দনা চ্যাটার্জী (প্রয়াত পিতা আশা কুমার বোসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ২০০ টাকা (র/নং ১৭৪); শ্রী অনুপম চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী চন্দনা চ্যাটার্জী (প্রয়াতা মাতা / শ্বশ্রূমাতা সুচিত্রা চ্যাটার্জীর স্মৃতির উদ্দেশ্য) — ২০০ টাকা (র/নং ১৭৫); শ্রীমতী বন্দনা মজুমদার ও শ্রী সুধীর মজুমদার (প্রয়াতা শ্বশ্রূমাতা/মাতা শোভনা মজুমদারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ২০০টাকা (র/নং ১৭৬); শ্রীমতী শিবানী সিং (প্রয়াতা মৈত্রেয়ী বোসের আদ্যশ্রাদ্ধ (১৬/১/১১) উপলক্ষ্যে — ১০০ টাকা (র/নং ১৭৭); শ্রীধ্রুব বোস (আবেদনক্রমে) — ১০০০ টাকা (র/নং ১৭৮); শ্রীমতী জয়তী সেন — ৫০০ টাকা (র/নং ১৭৯)।

ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রী প্রসূন গাঙ্গুলী (প্রয়াতা মৈত্রেয়ী বসুর আদ্যশ্রাদ্ধ (১৬/০১/১১) উপলক্ষ্যে — ১৫০ টাকা (র/নং ২৪৪৮); শ্রী প্রসূন গাঙ্গুলী (প্রয়াতা অঞ্জনা মুখার্জীর আদ্যশ্রাদ্ধ (৭/০১/১১) উপলক্ষ্যে — ১৫০ টাকা (র/নং ২৪৫০); শ্রী সুমিত্র সেন (প্রয়াতা আরতি চট্টোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ (১/০২/১১) উপলক্ষ্যে — ১৫০ টাকা (র/নং ২৪৬১)।

নৈশ বিদ্যালয় ফণ্ড ঃ শ্রীমতী শুক্লা মিত্র — ৫০০ টাকা (র/নং ২০১); শ্রীমতী অরুণা রায় —৪০০০টাকা (র/নং ২০২); শ্রীমতী দীপা দে মন্টওয়েন — ৩০০০ টাকা (র/নং ২০৩); কমঃ সুব্রত বসু (আবেদন ক্রমে) — ২৫০০ টাকা (র/নং ২৪৩৮); ডঃ অরুণ কুমার মিত্র ও শ্রীমতী রত্না মিত্র — ২৫০০ টাকা (র/নং ২৪৫৮); শ্রীমতী ডায়ানা সিং রায় (আবেদন ক্রমে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৪৬০); শ্রীঅয়ন দে — ১০০০ টাকা (র/নং ৪৩৩)।

নূতন ট্রাষ্ট ফণ্ড ঃ অঞ্জনা মুখার্জী ট্রাষ্ট ফণ্ড ঃ শ্রী বিজন মুখার্জী ও সন্তানগণ — ১০০০০০ টাকা (র/নং ২৪৫৯) এই ট্রাষ্ট ফণ্ডের সুদ বাবদ অর্থ সমাজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজনের কারণে ব্যয় করা যাবে।

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Editorial Board : Sm Sunanda Das, Dr. Madhusree Ghosh, Dr. Kalyansri Das Gupta and Sri Sanjib Mukherjee. Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025 and Published from Kolkata. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.

Date of Publication : 22nd February, 2011